শ্রীবিষ্ণু যখন পৃথুমহারাজকে বর দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন মহারাজ শ্রীবিষ্ণুকে বলিলেন—"হে প্রভো! যাহাতে তোমার চরণপদ্মের মাধুর্য্যকণার আস্বাদন নাই, এমন বর আমি চাহি না। আমি তোমাকে কৈবল্যপতি বলিয়া যে সম্বোধন করিলাম, তাহাতে এমন মনে করিও না যে, আমি কৈবল্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। ইহাও আমার নিকটে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতেও তোমার চরণের মাধুর্য্য আস্বাদন লাভ হয় না। এই মাধুর্য্যের আস্বাদনের আতিশয্য এত বেশী যে, ইহা কৈবল্যসুখকে পর্য্যন্ত তিরস্কার করে। যে আমরা পরমতত্ত্বরূপ তোমার জ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছিলাম, মহতের মুখ হইতে বিগলিত তোমার চরণপদ্মের লেশমাত্র মাধুর্য্যের শব্দাত্মক যে বাতাস, তাহা সেই আমাদের হৃদয়েও তোমার চরণের স্মৃতি আনিয়া দিতে সমর্থ। অতএব তথাবিধ অর্থাৎ মহতের মুখ হইতে বিগলিত ভগবৎ-লীলাকথা পরমসাধ্য ও সাধনরূপ। সুতরাং হে প্রভো! আমার ইহা ব্যতীত আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই।" ২৫৭।

তদেবং মহামাহাত্ম্যং মহাসুখপ্রদত্বঞ্চোক্তং। তদেতদুভয়মপ্যাহ দ্বাভ্যাম্—তস্মিন্ মহন্মুখরিতা। মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি। তা যে পিবন্ত্য-বিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২৫৮ ॥

অস্মিন্ সাধুসঙ্গে। মহদ্ভিমুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ। শেষঃ সারঃ। অবিতৃষো-হলংবুদ্ধিশূন্যাঃ। গাঢ়ত্বং সাবধানত্বং। অশনং ক্ষুৎ ॥ ২৫৮ ॥

এতৈ রুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকস্বভাবজৈঃ। ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিং ॥ ২৫৯ ॥

যৈরেতৈরশনাদিভিরুপদ্রুতঃ সন্ কথামৃতনিধৌ রতিং ন করোতি, তানেতান্ মহৎকীর্ত্ত্যমানানি ভগবদ্ যশাংসি স্বমাহাত্ম্যেন দূরীকৃত্য স্বসুখমনুভাবয়ন্তীতি পদ্যদ্বয়-যোজনার্থঃ ॥ ৩। ২৯ ॥ শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ॥ ২৫৯ ॥

অতএব পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার মহৎ আবির্ভাবিত এবং মহৎ কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান ভগবৎ প্রসঙ্গের মহামাহাত্ম্য ও মহাসুখপ্রদত্ব দেখান হইল। এই শ্রীমদ্ভাগবতে মহদাবির্ভাবিতত্ব ও মহৎকীর্ত্ত্যমানত্ব উভয়ই আছে। শ্রীনারদ প্রাচীন বর্হিঃ মহারাজকে ৪।২৯।৪০ শ্লোকে বলিলেন—"হে রাজন! কেহ কেহ মনে করেন—সাধুসঙ্গ ভিন্ন স্বয়ংই শ্রীহরিকথা চিন্তনাদি দ্বারা ভগবানে প্রেম-ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। তাহা অত্যন্ত অসম্ভব। হরিলীলাসুধা ভিন্ন অন্য কথাপ্রসঙ্গ যাহাতে নাই—এমত হরিকথাসুধা যে সাধুসমাজে সতত প্রবাহিত হয়, সেই সাধুস্থানে উপবেশন করিয়া যাহারা সারহিত কর্ণদ্বারা অলংপ্রবৃত্তি-